কৃষি সুপারিশ

২৭-৩০ শে জুন ২০২৪ (১২-১৫ ই আষাঢ় ,১৪৩১)

আমন ধান- বেলে দো-আঁশ থেকে এঁটেল মাটিযুক্ত উঁচু, মাঝারি বা নিচু যে কোন অবস্থানের জমিতেই আমন ধান চাষ করা যায়।
জমির অবস্থান, বৃষ্টির সম্ভবনা, জাতের মেয়াদ ও শষ্যচক্র ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে আমন ধান চাষের জন্য বীজবোনার সময় ঠিক করতে হবে।আমন ধানের চাষ মোটামুটিভাবে বর্ষার জলেই হয়ে থাকে বলে জমির অবস্থান অনুযায়ী বোনার সময় ঠিক করতে হয়। জমির অবস্থান অনুযায়ী বৈশাখ মাস থেকে শ্রাবণ মাসের প্রথম পর্যন্ত আমন ধানের বীজ বোনা চলে।ভাল ফলন পেতে জমির মানের উপযুক্ত উন্নত ধানের জাত নির্বাচন করে শংসিত বীজ সংগ্রহ করতে হবে। কাদানো বীজতলায় বীজ শোধনের জন্য ১.৫ লিটার জলে ২ গ্রাম কার্বন্ডেজিম মিশিয়ে তাতে এক কেজি বাছাই করা বীজ-ধান ৮-১০ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখার পর নীচে ডুবে যাওয়া বীজ তুলে জল ঝড়িয়ে বীজতলায় ফেলুন অথবা প্রয়োজনে কল গজানোর জন্য জাঁক দিন।

আমন ধানের বীজতলা তৈরী - এক একর জমি রোয়ার জন্য ০.১ একর বা ১০ শতক বীজতলা তৈরী করতে হবে।
বীজতলার জন্য অপেক্ষাকৃত উঁচু, জল নিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে। সমগ্র বীজতলাটিকে কয়েকটি চওড়া খন্ডে ভাগ করে নিতে হবে এবং প্রতিটি খন্ড ৪ ফুট চওড়া চারপাশে ১০ সেমি বা ৪ ইঞ্চি গভীর নালা রাখতে হবে। অতিরিক্ত নোনা মাটির জমি বীজতলার জন্য উপযুক্ত নয় । অল্প নোনা জমিতে বীজতলা করতে হলে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে, কখনই যেন বীজতলা শুকিয়ে না যায়। প্রতি ১০ শতক বীজতলার জন্য গোবর বা কম্পোষ্ট সার ১ টন, নাইট্রোজেন ২ কেজি,ফসফেট ২ কেজি ও পটাশ ২ কেজি লাগবে।

ভাদুই কলাই -বিঘা প্রতি (৩৩ শতক) ৩ -৪ কেজি বীজ ছড়িয়ে বা সারিতে বুনতে হবে। বীজ বোনার আগে, মুগের মত বীজ শোধন ও রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি রাখতে হবে। একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফরাস ও ১৬ কেজি পটাশ প্রয়োগ করে বীজ বুনতে হবে। কলাই চাষে কোন চাপান সার লাগে না।

আখ : রোগ পোকা যেমন, লাল ডোড়া ধ্বসা, ছিপটি ভূসা, ঢলে পড়া রোগ এবং ডগা ছিদ্রকারী পোকা, মাজরা পোকা, শোষক পোকার আক্রমনের প্রতি লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।লাল ডোরা ধ্বসা রোগে গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।ছিপটি ভূষা রোগে গাছটিতে ভিজে কাপড় জড়িয়ে সাবধানে জমি থেকে তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।
দ্বিতীয় চাপান সার হিসাবে আখ বসানোর ৯০ দিন পর ৬৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ কেজি পটাশ মাটিতে মিশিয়ে দিন ও গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে ভেলী বেঁধে দিন এবং সেচ দিন। সাথী-ফসল হিসাবে দুই সারির মধ্যবর্তী জায়গায় তিল, ঢেঁড়স, পুঁই, বরবটি ইত্যাদি শাক-সব্জীর চাষ করুন।
বসন্ত-কালীন আখে প্রয়োজনীয় সেচ দিন, আগাছা পরিস্কার করুন ও আখ বসানোর ৪৫ দিন পর প্রথম চাপান হিসাবে ৬৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ কেজি পটাশ মাটিতে প্রয়োগ করুন।
মুড়ি-আখ চাষে ১০% চাপান সার বেশী দিন। এই আখ চাষে রোগ-পোকার আক্রমন বেশী হয় , সে দিকে সর্তক দৃষ্টি রাখুন।

পাট - লেদা জাতীয় ঘোড়াপোকা,বিছাপোকা/শুঁয়োপোকা আক্রমনের প্রথমদিকে হাত দিয়ে ডিমের গাদা ও লেদাযুক্ত পাতা সংগ্রহ করে নষ্ট করতে হবে।ডাঁটাপচা রোগ বা পাতার দাগ রোগের জন্য ১ গ্রাম কার্বন্ডোজিম ৫০% বা ২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব ৭৫% বা ১.৫ গ্রাম হেক্সাকোনাজল ৫%এবং মরচে রোগের জন্য ০.৭৫ প্রোপিকোনাজল প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

অড়হর- হালকা ও মাঝারি মাটিতে ভাল হয়, তবে সব ধরণের মাটিতে চাষ করা যায়। জৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ বুনতে হবে। একরে ১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। স্বল্প মেয়াদী জাতে সারি ও গাছের দূরত্ব থাকে ১ ফুট, মধ্য মেয়াদী জাতে ২ ফুর ও ১ ফুট ।প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে থাইরাম ৭৫% ২ গ্রাম বা ম্যানকোজেব ৭৫% ৩ গ্রাম বা ক্যাপটান ৭৫% ২ গ্রাম মেশালেই বীজ শোধন হয়ে যাবে ।বীজ শোধনের কমপক্ষে ৭ দিন আগে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে । স্বল্প মেয়াদী (১২০ দিন) জাতগুলি হল টিএটি-১০, ইউ.পি.এএস-১২০, প্রভাত, টি-২১, পুসা আগেতি। মধ্য মায়াদী (১৬০ দিন) জাত -রবি, এই জাতটি আশ্বিন মাসে বোনা হয়।
একর প্রতি মুলসার নাইট্রোজেন ১২ কেজি, ফসফেট ২৪ কেজি ও পটাশ ২৪ কেজি লাগে। কোন চাপান সার লাগে না।

সবুজ সার : আমন ধান চাষে জৈবসার যোগানের জন্য সবুজসার হিসাবে ধনচে বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন। এজন্য আমন ধান রোপনের দেড় থেকে দুই মাস আগে জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বৃষ্টির জলের সুযোগ নিয়ে ২টি চাষ দিয়ে বিঘাপ্রতি ৪ কেজি ধনচে বীজ বুনতে পারেন। বীজ বোনার আগে বিঘাপ্রতি ২০-২২ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর
পক্ষে সুবীর কুমার হালদার
যুগ্ম-কৃষিঅধিকর্তা(জনসংযোগ,সম্প্রচারওতথ্য), পশ্চিমবঙ্গ